পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিরসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

—প্রথম দিন—

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মডিউল ০

প্রশিক্ষণ সূচনা

মডিউল ০ | অধিবেশন ১

সূচনা, রীতি নীতি ও প্রাক মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের সার্বিক লক্ষ্য

পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে জড়িত সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে সেবা প্রদানকারীরা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা চিহ্নিত করতে পারেন, এবং সে অনুসারে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন সেবা দিতে সক্ষম হোন।

প্রশিক্ষণের ফলাফল

- জেন্ডার বিষয়ক রীতিনীতি, মূলধারা, গতিশীলতা, ন্যায্যতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতায় এগুলোর ভূমিকা বুঝতে পারবে
- পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা বুঝতে পারবে
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সম্পর্ক, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারবে
- পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং পরামর্শ প্রদানে সেবা প্রদানকারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস করতে লাইভস্ (LIVES)-এর প্রথম তিন ধাপ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে
- নিরাপদ ও সঠিক উপায়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতায় ভুক্তভোগীদের যথাযথ সেবা ও পরামর্শ কোথায় পাওয়া যাবে তা রেফার করার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত ও প্রতিবেদন দাখিল করার দক্ষতা অর্জন করবে।

মডিউল ১

জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা

মডিউল ১ | অধিবেশন ক

পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা

এই মডিউল শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা জেন্ডার, জেন্ডার ন্যায্যতা ও সমতা, এবং ক্ষমতা ও সহিংসতার উপর এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

জেন্ডার বলতে আপনি কী বোঝেন?

আপনার কাছাকাছি একজন ব্যক্তির কাছে যান এবং এই তিনটি প্রশ্নের ভিত্তিতে তার অভিব্যক্তি জানুন:

১. **কখন আপনি আপনার জেন্ডার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন?**
২. **কখন আপনি আপনার জেন্ডার পরিচয়ে খুশি হয়েছেন?**
৩. **এমন কি কখনো হয়েছে যে, আপনি আপনার জেন্ডারের কারণে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন, ভয় পেয়েছেন বা কষ্ট পেয়েছেন?**

জেন্ডারের সংজ্ঞা

জেন্ডার (Gender)- জেন্ডার বলতে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি (যেমন-ট্রান্সজেন্ডার)- প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার-আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টি বোঝায়। এইসব বিষয় আসলে সামাজিকভাবে গড়ে উঠে যা জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, অনেক সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক একটি সাধারণ রীতি হলো বাড়ির বেশিরভাগ কাজের দায়িত্ব মেয়েদের বলে মনে করা হয়।

সূত্র: পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

এটা ন্যায্যতা বা সমতা নয়...

নারীরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার **অর্ধেক**।

তবুও নারীরা তাদের জীবনকালে **৩ গুণ বেশি** জেন্ডা ভিত্তিক সহিংসতার সম্মুখীন হয়। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে জেন্ডার বৈষম্যের ফলে ৬০ বছর বয়সের নারী ও কিশোরীদের মধ্যে বছরে আনুমানিক **৩৯ লক্ষ অতিরিক্ত মৃত্যু** ঘটে।

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক

জেন্ডার কুইজ

বিবৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, সঠিক স্থানে টিক দিন ঃ কোনটি জৈবিক লিঙ্গ এবং কোনটি জেন্ডার সনাক্ত করুন

	সঠিক স্থানে টিক (√) দিন	
	জৈবিক লিঙ্গ	জেন্ডার
• মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় একজন নারী কিছু অতিরিক্ত ক্যালোরি ও নিরাপদ পানি গ্রহন করবেন	☐	☐
• পরিবারের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র পুরুষের	☐	☐
• মাসিকের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট দরকার	☐	☐
• নারী এবং মেয়েদের এটা দায়িত্ব যেন তারা বিয়ের আগে গর্ভবতী না হয় বা শারিরীক সম্পর্কে জড়িয়ে না যায়।	☐	☐

জৈবিক লিঙ্গ ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

জেন্ডার	জৈবিক লিঙ্গ
• এটি সমাজ কতৃর্ক নির্ধারিত দায়িত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িত (যেমন- শ্রম বিভাজন)	• শারীরিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল
• জেন্ডারের নিয়মনীতি আরোপিত বা অর্জিত; মানসিকভাবে আমরা একে গ্রহণ করি	• জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে তৈরী
• পোষাক এবং ব্যবহারের দ্বারা নির্ধারিত	• শারীরিক কার্যক্রম দ্বারা নির্ধারিত
• দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি, দায়িত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, সুযোগ ও চাহিদাভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে	• পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম
• এটি সবসময় পরিবর্তনশীল	• সব সময় একই থাকে (বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল)

জেন্ডারের সাথে জড়িত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

জেন্ডার রীতি

সামাজিক অবকাঠামো যা পুরুষ ও নারীদের আচরণ বিবেচনা করে জেন্ডারের ভূমিকা গঠনের দিকে পরিচালিত করে এবং সমাজে পুরুষ/ছেলেরা বা নারী/মেয়েরা তাদের দায়িত্ব পালন করে।

জেন্ডার সচেতনতা

সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও সম্পর্কের মধ্যে যে পাথর্ক্য বিরাজমান সে বিষয়ে সচেতনতাকে জেন্ডার সচেতনতা বলে। এটি স্বীকৃত যে, একজন নারীর জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা ও চাহিদা একজন পুরুষের থেকে আলাদা হয়ে থাকে, এমনকি সমাজ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা আলাদা।

জেন্ডার সমতা

জেন্ডার সমতা হলো একজন ব্যক্তির জৈবিক লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে কোনো রকম বৈষম্য না করা/থাকা। অর্থ্যাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনি সুরক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমানভাবে অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণের সমান সুযোগ প্রদান করা (যেমন-স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা এবং ভোটাধিকার ইত্যাদি)।

জেন্ডারের সাথে জড়িত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্য বলতে সামাজিকভাবে জেন্ডারের ভূমিকা ও রীতি নীতির ভিত্তিতে করা কোনো পার্থক্য ও বিধিনিষেধ বোঝায় যা একজন ব্যক্তিকে তার পূর্ণ মানবাধিকার অর্জনে বাধা প্রদান করে।

জেন্ডার সংক্রান্ত বাধা

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি নীতি ও প্রথার সাথে নারী, পুরুষ এবং অন্য জেন্ডারের ভূমিকা ভিন্ন হয়। এ সম্পর্কিত কিছু বদ্ধমূল ধারনা যা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এবং ব্যবহারে বাধা হিসেবে দাঁড়ায় তাকে জেন্ডার সংক্রান্ত বাধা বলে।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা: জৈবিক লিঙ্গ, অসম ক্ষমতা, বয়স, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সংগঠিত সেই কাজগুলোকে বুঝায়, যা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। সহিংসতা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেতে পারে যেমন- ঘরে কিংবা বাইরে শারীরিক, মানসিক বা যৌন নিপীড়ন; হুমকি, বলপ্রয়োগ, ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; অর্থনৈতিকভাবে এবং আইনি সেবা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

জেন্ডার ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা

ক্ষমতা হলো এমন একধরনের সক্ষমতা যার ফলে নিজের বা অন্যের বা কোন ঘটনার উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করা যায়।

- অর্জিত ক্ষমতা (Power Over) **:** যে কোনো উদ্দেশ্যে (ভালো/খারাপ) একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা যা ব্যবহার করে তারা অন্যদের শোষণ করে।
- **অর্পিত ক্ষমতা** (Power To)- আধিপত্য বিস্তার না করে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ব্যবহার করা। কাজ করার ক্ষমতা এবং অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করানোর মাধ্যমে লক্ষ্য, অধিকার বা আকাঙ্খার সম্ভাবনা উপলব্ধি করার ক্ষমতা।
- **অন্তর্নিহিত ক্ষমতা** (Power Within)- এটি একজন ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ও মূল্যের অনুভূতি। এটি অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার করার যোগ্যতা যা তার অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত এবং একজনের অর্পিত ক্ষমতা ধরে রাখার বা বাড়ানোর পূর্বশর্ত।
- **সমষ্টিগত ক্ষমতা** (Power With)- এটি সম্মিলিত অর্জিত, অর্পিত এবং অর্ন্তনিহিত ক্ষমতার সমন্বয় যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি বা পারস্পরিক নির্ভরতা থেকে আসে। এই সম্মিলিত ক্ষমতা শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম, জেন্ডার ও বয়সের পার্থক্য নির্বিশেষে থাকে এবং একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্ষমতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা

যে কোনো কাজ, হুমকি বা নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন যা জেন্ডার রীতিনীতি এবং প্রথা ব্যবহার করে একজন ব্যক্তির ক্ষমতা হ্রাস করে তা হলো জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা।

অর্ন্তনিহিত কারণগুলো যা একজন ব্যক্তির দূর্বলতাকে বাড়ায় বা হ্রাস করে।

একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যত বেশি ক্ষমতা থাকে, তাদের পক্ষে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা করা তত বেশি সহজ হয়।

কেস স্টাডি ১: রহিমা

দলগত কাজ

- রহিমার গল্পের কোন বিষয়গুলি আপনার কমিউনিটির সাধারণ জেন্ডার রীতিনীতি, প্রথা ও প্রত্যাশাগুলির সাথে মিলে যায়?
- আপনি কি রহিমার গল্পে নারী ও পুরুষের ভিন্ন মাত্রা বা বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন?
- আপনি কি মনে করেন যে, জেন্ডার রীতিনীতি, প্রথা এবং জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষমতা রহিমার গল্পে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে? কেন অথবা কেন নয়?
- আপনি কি রহিমার গল্পে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার উদাহরণ দেখতে পাচ্ছেন? কেন অথবা কেন নয়?

মডিউল ১ । অধিবেশন ২

পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাফল্য ও ব্যর্থতায় জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা

- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে গিয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে জেন্ডারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সেইসাথে তারা আরো জানতে পারবেন যে, কীভাবে এই ব্যর্থতাকে একটি সাফল্যের গল্পে রূপান্তরিত করা যায়
- এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা চিহ্নিত করতে পারবেন।

জেন্ডার কীভাবে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ফলাফলকে প্রভাবিত করে তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রশ্ন:

প্রশ্ন	উত্তর
• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সিদ্ধান্ত যিনি গ্রহণ করেন তার কি জেন্ডার বিষয়ক সীমাবদ্ধতা রয়েছে?	
• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণত কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন?	
• নারী সেবা গ্রহীতাকে কোনো পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কি তার স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির পরিবারের অন্য কারোর অনুমতি নিতে হয়?	
• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের চিন্তা-ভাবনাকে জেন্ডার রীতি কি প্রভাবিত করে?	
• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের ভিন্ন মতামত হতে পারে? (যেমন- কোথায় সেবা নিবে, কখন সেবা নিবে)	
• পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক কোনো পার্থক্য আছে কি?	
• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের প্রভাবিত করার জন্য পদ্ধতিগত বাধা আছে?	
• কম বয়সী পুরুষদের জন্য উপযোগী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে কী ধরণের প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে?	
• সেবা প্রদানকারী কি নারী ও পুরষ সেবা গ্রহীতাকে একইভাবে সেবা প্রদান করেন?	
• সেবাকেন্দ্রে বা কমিউনিটি ভিত্তিক সেবা কেন্দ্রগুলোতে সেবা প্রদানকারীরা কি পরিবার পরিকল্পনা সেবায় পুরুষের সম্পৃক্তকরণ নিয়ে কাজ করেন?	

নারী ও উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষমতা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে পরিবার পরিকল্পনা হল একটি 'সেরা বিনিয়োগ' যা মানুষ, পৃথিবী, সমৃদ্ধি, শান্তি ও অংশীদারিত্বের ৫টি বিষয়কে সমন্বয় করে অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

সূত্র: এলেন স্টারবার্ড, মৌরিন নর্টন এবং রাচেল মার্কাস। "পরিবার পরিকল্পনায় বিনিয়োগ: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের চাবিকাঠি," গ্লোবাল হেলথ: সায়েন্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস, ২০১৬ জুন ২০; ৪(২): ১৯১-২১০।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি

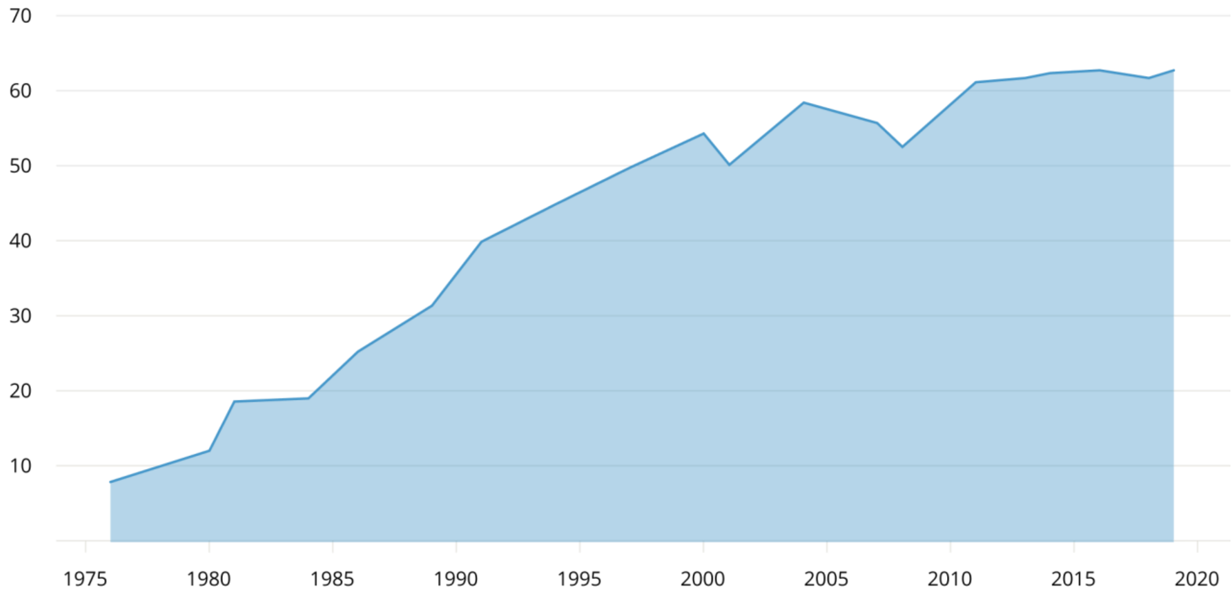

Sources: Household surveys, including Demographic and Health Surveys (DHS) and Multiple Indicator Cluster Surveys, largely compiled by United Nations Population Division.

মোট প্রজনন হার হ্রাস

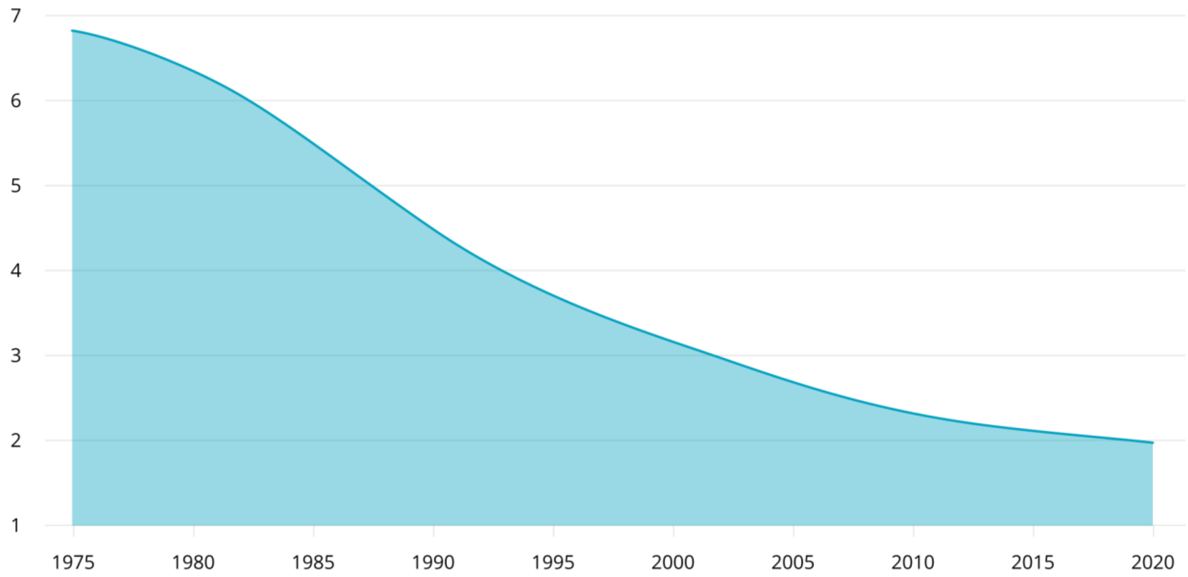

Sources: (1) United Nations Population Division, World Population Prospects: 2019 Revision; (2) Census reports and other statistical publications from national statistical offices; (3) Eurostat: Demographic Statistics; (4) United Nations Statistical Division, Population and Vital Statistics Report (various years); (5) U.S. Census Bureau: International Database; and (6) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme.

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের ইতিহাস

১. বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বিশ্বের প্রাচীনতম প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি যা ১৯৫৩ সালে শুরু হয়
২. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারী বিবাহিত নারীদের হার গত ৫০ বছরের কম সময়ে সাতগুণ বেড়েছে
৩. বর্তমানে বিবাহিত নারীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যহারের হার ৬২ শতাংশ। ৫২ শতাংশ নারী আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করছেন
৪. সরকার ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সূত্র: বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮

সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ

- **পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার উচ্চ হার** - বর্তমানে অনুমান করা হয় যে, ৩৭ শতাংশ গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী তাদের নির্বাচিত পদ্ধতি ১২ মাসের মধ্যে ছেড়ে দেয়
- **সেবার গুনগত মান উন্নত করার সাথে সাথে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় করা** - বর্তমানে বিবাহিত নারীদের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ দীর্ঘ বা স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করছেন
- **কিশোর-কিশোরীদের অপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা** - ৫ শতাংশ প্রজননক্ষম নারীর বিপরীতে (৪৫-৪৯) ১৬ শতাংশ কৈশোরকালীন বয়সের মেয়েদের অপূর্ণ চাহিদা রয়েছে
- **যাদের বাল্য বিবাহ হয়েছে তাদের সেবার মান আরো উন্নত করা** – ২০-৪৯ বছর বয়সী নারীদের সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে তাদের মধ্যে ৩১ শতাংশের ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছে।

সূত্র: বিডিএইচএস ২০১৭-২০১৮

কেস স্টোরি ২: হেনা, নাজমা, রানী ও মিঃ হোসাইন

দলগত কাজ

- আলোচনার নির্দেশিকা: কেস স্টোরিতে জেন্ডার কীভাবে মানুষের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?
- কোথায়/কীভাবে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ফলাফলকে প্রভাবিত করে?
- কোথায় দেখেছেন জেন্ডার ও ক্ষমতা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য বাধা হিসাবে কাজ করছে?

অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা যা থাকতে পারে

- মজুত শেষ
- অর্থের অভাব/ঘাটতি
- দক্ষ সেবা প্রদানকারীর অভাব
- সেবাকেন্দ্রের দূরত্ব
- কমিউনিটি বা সমাজে ভ্রান্ত ধারণা
- সেবা প্রদানকারীর পক্ষপাতিত্ব
- আইনী এবং আইনগত বাধা
- সনাতনী নিয়মনীতি বা সংস্কার

মডিউল- ২

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ভিত্তি

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ধারণা ও প্রাসঙ্গিকতা

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন ধরন এবং এর ফলাফল কী সে সম্পর্কে জানতে পারবেন
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা একটি অর্ন্তনিহিত সমস্যা যা বয়স, বৈবাহিক অবস্থা বা অর্থনৈতিক শ্রেণি নির্বিশেষে যে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে তা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মুখোমুখি যারা হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করবেন।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মোড়ক উন্মোচন

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বলতে নারী বা পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণের প্রেক্ষিতে কোনও ব্যক্তি তাঁর জৈবিক লিঙ্গ, জেন্ডার পরিচয় বা বয়সের কারণে সহিংসতার মুখোমুখি হওয়াকে বোঝায়। এর সাথে ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতা জড়িত। এতে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত:

- জবরদস্তি এবং সহিংসতার হুমকি
- শারীরিক ও যৌন নিপীড়ন
- আবেগীয় ও মানসিক পীড়ন
- সেবা গ্রহণে বাধা
- আইনী স্বকীয়তা অস্বীকার
- এটা নারী, মেয়ে, পুরুষ ও ছেলেদের ক্ষতি সাধন করে

নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে বোঝায় অসম ক্ষমতার প্রভাবে কোনো কাজ করা যা জেন্ডার রীতি নীতির পরিপন্থী। এর ফলে হুমকি, জবরদস্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা, নারীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপসহ শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে। সেটা প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগত জীবনেই হউক না কেনো। এতে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত:

- স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীদ্বারা সহিংসতা
- যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ
- প্রজনন সম্পর্কিত জবরদস্তি
- জোরপূর্বক বিবাহ
- মানব পাচার
- শিক্ষা, আর্থিক, ও আইনি সেবা না নিতে পারা

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন রূপ

শারীরিক

শারীরিক নির্যাতন
মানব পাচার
শিশুহত্যা
লিঙ্গ ভিত্তিক গর্ভপাত
এসিড নিক্ষেপ

মানসিক

অপমান, দুর্ব্যবহার
চলাফেরায় বাধা
ভয়ভীতি/হুমকি
যৌন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজচ্যুত করা

সামাজিক

বৈষম্য করা কিংবা
সুযোগ-সুবিধা থেকে
বঞ্চিত করা
বাল্যবিবাহ
মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ
থেকে বঞ্চিত করা

যৌন

জোর করে বিয়ে দেওয়া
যৌন নিপীড়ন
পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা
ধর্ষণ (বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ধর্ষণসহ)
শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন

প্রজনন সম্পর্কিত জবরদস্তি

এটি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার একটি জটিল রূপ যা শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং/অথবা সামাজিক সহিংসতার মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাধিক সহিংসতা একসাথে ঘটে থাকে।

উদাহরণ:

- পুত্র সন্তান জন্ম না দেওয়ার কারণে একজন নারীকে বারবার লজ্জা দেওয়া এবং দোষারোপ করা
- গর্ভাবস্থা এড়াতে একজন নারীকে গর্ভপাতের (Menstrual regulation) মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করা
- নারীদের চলাফেরার স্বাধীনতা না দেওয়া (পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেয়ার সুযোগ না দেওয়া)
- গর্ভনিরোধক বড়ি বা কনডম ফেলে দেওয়া

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা - বাংলাদেশ

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার তথ্য

২০১৭ সমীক্ষা। মোট সহিংসতার মুখোমুখি ১১৪৩ জন

যারা সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছে তাদের মধ্যে-

- ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী (৬৩.৭৮%), ১ থেকে ১৫ বছর বয়সী (১৯.১৬%)
- বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত ৭১.৯১% এবং অবিবাহিত ২৫.৬৩%
- সহিংসতার মুখোমুখি যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে গৃহবধূ (৬০.৩৭%), ছাত্রী (১১.১১%), গৃহকর্মী (১০.৮৫%) এবং অন্যান্য (১১.৪৬%)
- ৬৪.৬৫% ক্ষেত্রেই স্বামী কর্তৃক জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ঘটে থাকে। এছাড়াও পরিচিত ব্যক্তি (১৪.০০%), প্রতিবেশী (১৩.৩০%), প্রেমিক (৩.১৫%), বাড়ির মালিক (২.৬২%), শ্বশুরবাড়ী এবং অন্যান্য (২.২৭%) ব্যক্তির দ্বারাও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ঘটে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো ২০১৫ সালের রিপোর্ট/প্রতিবেদন অনুযায়ী-

- ৭২.৬ শতাংশ বিবাহিত নারীরা তাদের জীবদ্দশায় কমপক্ষে ১বার হলেও তাদের স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের মুখোমুখি বা নির্যাতিত হয়েছেন।
- ২৭.৮ শতাংশ নারীরা তাদের জীবদ্দশায় স্বামী ছাড়া অন্যদের দ্বারা শারিরীকভাবে নির্যাতনের মুখোমুখি বা নির্যাতিত হয়েছেন।
- ২৮.৭ এবং ২৭.২ শতাংশ নারীরা তাদের জীবদ্দশায় মানসিক ও যৌন হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন।
- ১১.৪ শতাংশ বিবাহিত নারীরা তাদের জীবদ্দশায় অর্থনৈতিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন।

জাতিসংঘের বিশেষ ঘোষণা

ধারা ১: এই ঘোষণাপত্রের আলোকে, "নারীর প্রতি সহিংসতা" শব্দটির অর্থ হচ্ছে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার যে কোনো কাজ বা কাজের হুমকি যার ফলে নারীরা শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি, স্বাধীনতাহরণ, নির্বিচারে বঞ্চনার শিকার হতে পারে, হোক তা প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগত জীবনে।

ধারা ৪: রাষ্ট্রের উচিত নারীর প্রতি সহিংসতার নিন্দা করা এবং কোন প্রথা, নিয়ম বা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী নির্যাতন নির্মূলে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে এড়ানো যাবেনা। রাষ্ট্রের সমস্ত উপযুক্ত উপায়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করে যত দ্রুত সম্ভব সহিংসতা দূর করার নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

জাতীয় আইন ও অঙ্গীকার

- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ অঙ্গীকার করেছে যে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে
- দন্ডবিধির একাধিক ধারায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাসিড হামলা, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, এবং শিশুর লালন পালন অস্বীকার করা।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিশেষ ঘোষণাপত্রে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ICPD সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছে
- স্ত্রীর বয়স ১৩ বছরের নিচে না হলে বৈবাহিক ধর্ষণ আইনী মামলা থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

মডিউল ২ । অধিবেশন ২

পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

- মানব জীবনচক্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা জানতে পারবেন এবং যোগসূত্র চিহ্নিত করতে পারবেন
- পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা গ্রহীতাদের বাচনিক এবং অবাচনিক অংগভঙ্গি দেখে সনাক্ত করতে পারবেন কারা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার জন্য অধিকতর ঝুঁকিতে আছে।

জীবন চক্র পদ্ধতি

০ - ২ বছর
৪ - ১০ বছর
কৈশোর (১০-১৪ বছর)
কৈশোর (১৫-১৯ বছর)
সদ্য বিবাহিত দম্পতি
গর্ভবতী নারী
প্রসবোত্তর দম্পতি
একটি সম্পূর্ণ পরিবার

জীবন চক্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা
০ - ২ বছর
৪ - ১০ বছর
কৈশোর (১০-১৪ বছর)
কৈশোর (১৫-১৯ বছর)
• পড়াশোনা করতে না দেয়া
• শিশু শ্রম; শিশু পতিতাবৃত্তি
• শারিরীক নির্যাতন; অবহেলা
• যৌন নির্যাতন; শ্লীলতাহানি
• ভাইবোনের দ্বারা গালিগালাজ
• পিতামাতার পছন্দে জোরপূর্বক বিয়ে, সেবা পেতে বাধা দেয়া
সদ্য বিবাহিত দম্পতি
• জোরপূর্বক যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, যৌন স্বাস্থ্য; যৌনতা এবং যৌন আকাঙ্ক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ; পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা; সাইবার হয়রানি; অন্যান্য সহিংসতা: হয়রানি, প্রকাশ্যে অশ্লীলতা; বর্ধিত পরিবার, শিক্ষক, কোচ, সহকর্মীদের দ্বারা যৌন হয়রানি।
• ছেলে সন্তানের চাহিদা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে বাধা, যৌন নির্যাতন, চলাচলের সীমাবদ্ধতা, সন্তান জন্মদানে সক্ষমতা প্রমাণের জন্য জবরদস্তি
গর্ভবতী নারী
গর্ভকালীন সহিংসতা, অন্তরঙ্গ সঙ্গী/স্বামী দ্বারা সহিংসতা, সেবা পেতে বাধা, সন্তান নেওয়ার জন্য জোর করা, মাসিক নিয়ন্ত্রণের জন্য জোর করা
প্রসবোত্তর দম্পতি
একটি সম্পূর্ণ পরিবার
• অন্তরঙ্গ সঙ্গী/স্বামী দ্বারা
• সহিংসতার সেবা পেতে বাধা
• যৌন নির্যাতন

জীবনচক্রে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রভাব

- **মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব:** যেমন, বিষন্নতা, উদ্বেগ, ফ্ল্যাশব্যাক, ড্রাগের ব্যবহার, আত্মহত্যার প্রবনতা
- **যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব:** যেমন, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ, এইচআইভি, যৌনবাহিত রোগ, জরায়ু ক্যান্সার, গর্ভপাত, শিশু শ্রম, মৃত সন্তান প্রসব
- **শারীরিক প্রভাব:** যেমন, হাড়ভাঙা, আঘাত, রক্তপাত, অপুষ্টি, মৃত্যু
- **সামাজিক প্রভাব:** যেমন- স্কুলে পড়তে না পারা, বেকার জীবন, একাকীত্ব, সমাজে তেমন কোন অবদান রাখতে না পারা, দারিদ্রতা।

অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার মুখোমুখি নারীদের মাঝেঃ

বিষন্নতা অনুভব করার আশঙ্কা
দ্বিগুণ

কম ওজনের শিশুর জন্মের আশঙ্কা **১৬%** বেশি

ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া এবং এইচআইভি হওয়ার আশঙ্কা **১.৫ গুণ** বেশি

নারী হত্যার **৩৮%** তাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *Caring for women subjected to violence: a WHO curriculum for training health-care providers, revised edition* (Geneva: 2021).

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা কেমন হতে পারে?

- প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন মা তার শাশুড়ীর সামনে এই সেবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না
- ফলো আপের জন্য আগত একজন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতা আসেন যার মুখে বা কব্জিতে আঘাতের দাগ থাকতে পারে
- একজন কিশোরীকে তার মা গর্ভপাতের (এমআর) জন্য নিয়ে আসেন কিন্তু কিশোরী এ ব্যাপারে কথা বলতে পারেনা
- একজন গ্রহীতা জিজ্ঞাসা করেন যে এমন কোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি আছে কিনা যা তার স্বামী জানতে পারবে না বা ফেলে দিতে পারবে না
- একজন আইইউডি গ্রহীতা যিনি পদ্ধতি গ্রহণের পর বাড়িতে যাওয়ার পরপরই খোলার জন্য ফিরে আসে

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রকারভেদে প্রত্যেকের জন্য আলাদা! এটি প্রকাশের জন্য কখনই জোর করা যাবেনা বা কখনই অনুমান করে নেয়া যাবেনা যে এই সহিংসতাকে সে উপেক্ষা করে বা তার এটা সহ্য হয়ে গেছে

মডিউল ২ । অধিবেশন ৩

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ও সচেতনতায় পুরুষের সম্পৃক্ততা

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষের সম্পৃক্ততার স্পষ্ট ধারণা, সুবিধা, অসুবিধা, বাধা ও সফলতা সম্পর্কে জানতে পারবেন

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষের সম্পৃক্ততা

“ব্যবহারকারী, সহায়তাকারী এবং পরিবর্তনের অংশীদার হিসাবে পুরুষ ও ছেলেদের সম্পৃক্ত করলে স্বাস্থ্য ও কল্যাণে ভালো ফল নিয়ে আসে। আরও বিশেষভাবে, পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য প্রকল্পে পুরুষদের জড়িত করে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ কমাতে, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, যৌন সংক্রমণ (STIs) এবং HIV/AIDS কমাতে সফলতা এসেছে।”

সূত্র: *Breakthrough ACTION*

নারীদের পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার উন্নয়নে পুরুষদের ভূমিকা

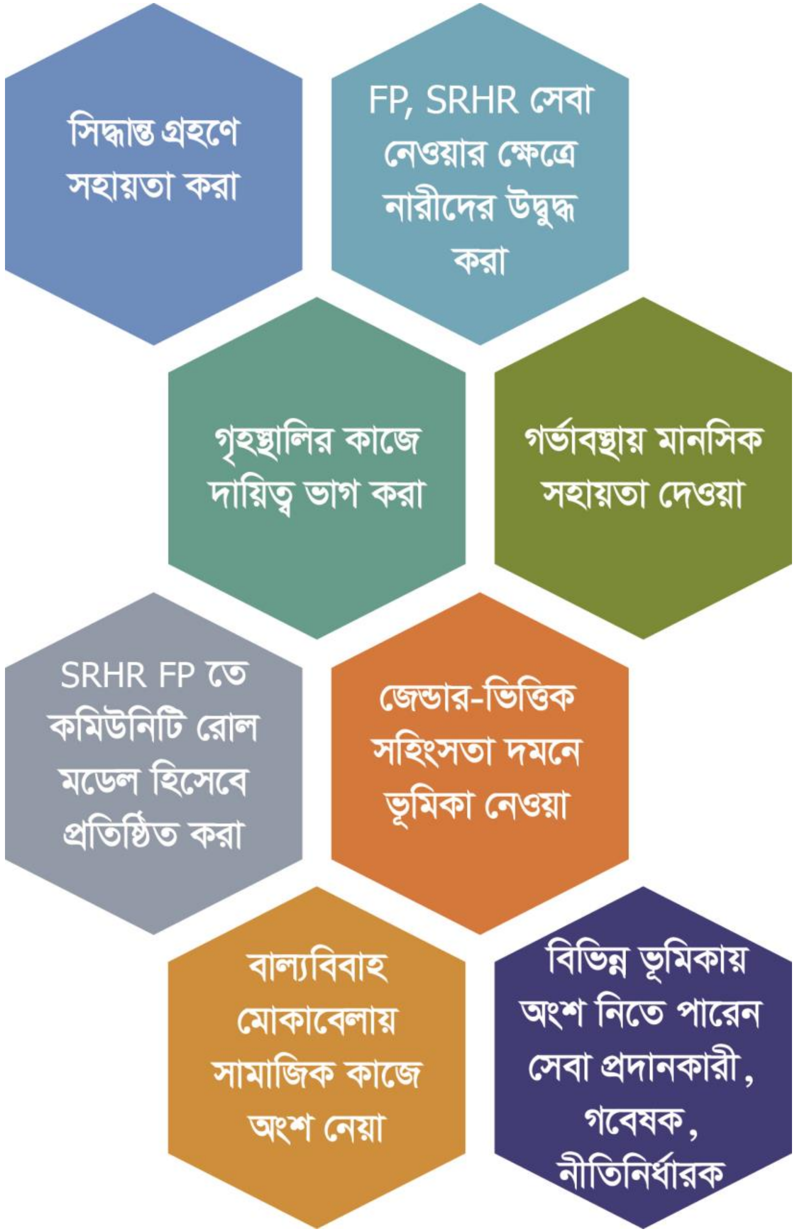

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষায় পুরুষের সম্পৃক্ততার সুবিধা

- পুরুষের সম্পৃক্ততা যৌন সংক্রমণ, এইচআইভি ও এইডস-এর বিস্তার কমাতে পারে
- পুরুষের সম্পৃক্ততা নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর পুরুষের ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের প্রভাব কমাতে পারে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীরা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের অনুমোদন দেন
- পুরুষরা এমন সিদ্ধান্ত নেয় যা নারী ও পুরুষদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।
- যৌন আচরণ, প্রজনন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এরকম বিষয়ে পুরুষরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারে।
- পুরুষের সম্পৃক্ততা নারীদের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করতে পারে।
- এটি প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষদের সুযোগ দেয় এবং তারা একটি ভূমিকা পালন করতে পারে
- ব্যক্তি হিসাবে ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবার গঠন করতে এবং বাচ্চা নেওয়ার সময় ও ব্যবধান থেকে পুরুষরা লাভবান হয়
- পরিবারের সদস্য হিসাবে পুরুষরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্বকে সম্মান করে যখন পরিবারের জন্য নিরাপদ মনে করে ও সুস্থ থাকে
- কমিউনিটির নেতা ও নীতিনির্ধারক হিসাবে পুরুষরা পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভাবস্থার আদর্শ সময় ও ব্যবধানকে উৎসাহিত করে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী কমিউনিটি তৈরিতে সহায়তা করে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষায় পুরুষের সম্পৃক্ততার ঝুঁকি

- সন্তান জন্মদান এবং স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উপর ক্ষমতা ভারসাম্যহীন হয়
- মানবসম্পদ, উপকরণ ও গ্রহীতার সময় ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার মধ্যে পুরুষদের প্রতি মনোযোগ বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে নারীদের কাছ থেকে এবং মেয়ে-কেন্দ্রিক সেবার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে সুযোগ সুবিধাগুলো চলে যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে যা জানা প্রয়োজন

- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি তার ব্যক্তিগত
- নিজস্ব ধারনাগুলোর যাচাই করা
- ক্ষমতার দৌরাত্ম্য বা অপপ্রয়োগ কি এই বিষয়টি বোঝা
- ভাল বা খারাপ যে কোনো কিছুতেই পুরুষরা জড়িত থাকতে পারে এই বাস্তবতাকে মানা
- পুরুষদের জন্য সেবার অপ্রতুলতা আছে, তবুও অনেকে স্নেহশীল পিতা এবং সহায়ক সঙ্গী/স্বামী হতে আগ্রহী
- পুরুষরা তাদের নিজস্ব অধিকারের ভিত্তিতেই পরিবার পরিকল্পনার গ্রহীতা এবং ব্যবহারকারী
- স্বাস্থ্যসেবা থেকে পুরুষদের আলাদা গণনা করা উচিত নয়
- সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কেও ভাবা
- পুরুষরা উপস্থিত না থাকলেও তাদের সম্পৃক্ত করা
- পুরুষরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে সম্পৃক্ত করা বা আলোচনায় আনা
- পুরুষরা পরিবার পরিকল্পনায় ইতিবাচকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ, নারী ও পরিবারের জন্য কল্যাণকর

নিরাপদ মাতৃত্ব, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার অর্জনে

পুরুষরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত ও কাজ যখন ভিন্নতা তৈরি করে তা হলো

- গর্ভাবস্থায়
- প্রসবকালীন সময়ে
- প্রসব পরবর্তী সময়ে

পুরুষ: যৌন ও প্রজনন সুস্বাস্থ্যের সঙ্গী ও সমর্থক

- পুরুষদের সম্পৃক্ত করা একটি কার্যকরী কৌশল। হ্যাঁ / না
- যৌন দায়িত্বে পুরুষদের উৎসাহিত করা। হ্যাঁ / না
- সঙ্গীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষদের সমর্থন থাকা। হ্যাঁ / না
- দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া। হ্যাঁ / না
- পুরুষরা সকল সিদ্ধান্তে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। হ্যাঁ / না
- পুরুষরাও আজকাল পরিবার পরিকল্পনায় ধারনার চেয়ে বেশি আগ্রহী। হ্যাঁ / না
- পুরুষদের জন্য নির্দেশিত কাউন্সেলিং এবং সেবাসমুহ প্রয়োজন। হ্যাঁ / না
- পুরুষদেরকে ক্ষমতার ভারসাম্য বোঝানো এবং প্রভাবিত করা গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ / না
- যে দম্পতিদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো থাকে তারা আরও ভাল সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। হ্যাঁ / না

মডিউল ২ । অধিবেশন ৪

কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

- বয়ঃসন্ধিতে থাকা কিশোরদের যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও এর অধিকার এবং পরিবার পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রাসঙ্গিকতা, বাল্যবিবাহ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রভাব সম্পর্কে জানবেন এবং দেশের আইন কীভাবে তা মোকবেলা করতে পারে তা জানবেন
- দেশে যৌন ও প্রজনন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে কীভাবে জোরপূর্বক বিবাহ রোধ করা যায় তা বলতে পারবেন।

প্রাথমিক ধারণা

কিশোর, তরুণ বা যুবকদের মধ্যে বাল্য বিবাহ, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার

বিভিন্ন সংজ্ঞা

কিশোর (Adolescent): ১০ - ১৯ বছর

তরুণ (Young): ১০ - ২৪ বছর

যুব (Youth): ১৫ - ২৪ বছর

জোরপুর্বক বাল্য বিবাহ- Child, Early, and Forced Marriage and Unions (CEFMU)

বাল্যবিবাহ হল এমন কোন বিবাহ যেখানে ছেলে মেয়ের মধ্যে একজনের বয়স ১৮ বছরের কম। জোরপূর্বক বিবাহ এবং সহবাস এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি পক্ষ সম্মতি দেয়নি-- তাদের বয়স যাই হোক না কেন। জোরপূর্বক বিবাহ শব্দটি আনুষ্ঠানিক, আইনি বিবাহ এবং সেইসাথে অনানুষ্ঠানিক মিলন ও সহবাস উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে।

তরুনদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা

- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতির সম্পূর্ণ তথ্য এবং জরুরী সরবরাহের ব্যবস্থা
- পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত, যৌনবাহিত সংক্রমণ, এইচআইভি/এইডস এবং প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ (RTI) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ ও তথ্য সেবা
- প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য মৌলিক সরঞ্জাম (যেমনঃ পরিবার পরিকল্পনা, প্রসবপূর্ব যত্ন, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এর জন্য পরীক্ষাগার);
- মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, যৌন নির্যাতন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সাথে জড়িত সেবা পাওয়ার সুযোগ
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তরুণদের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা; এবং
- রেফারেল সিস্টেম

বাল্যবিবাহের ধারণা

বিডিএইচএস রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, ২০-২৪ বছর বয়সী নারীাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছে, এবং ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৭%) ১৬ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছে।

বাংলাদেশ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (CMRA) যা বৃটিশ আইন-১৯২৯ এর পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় এবং ১৮ বছর বয়সের আগে নারীদের এবং ছেলেদের ২১ বছরের আগে বিয়েকে বাল্যবিবাহ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সকল বিবাহকেই বোঝায় যেখানে ছেলে-মেয়ের বয়স ২১ এবং ১৮ বছরের নীচে।

দেশের বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের জুলাই মাসে গার্লস সামিট এ অঙ্গীকার করেছিলেন:

- ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা (যা ২০১৮ সালে প্রস্তুত হয়)
- বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯২৯ সংশোধন (যা ২০১৭ সালে সংশোধিত);
- ১৫ বছরের কম বয়সীদের বিবাহ বন্ধ এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সীদের এক তৃতীয়াংশের বাল্যবিবাহ হ্রাস করা; এবং
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশ থেকে বাল্যবিবাহ নির্মূল করা

নারীদের (%) প্রথম বিবাহকালে তাদের বয়স ১৮ ছিলো এমন শীর্ষ দশটি দেশ

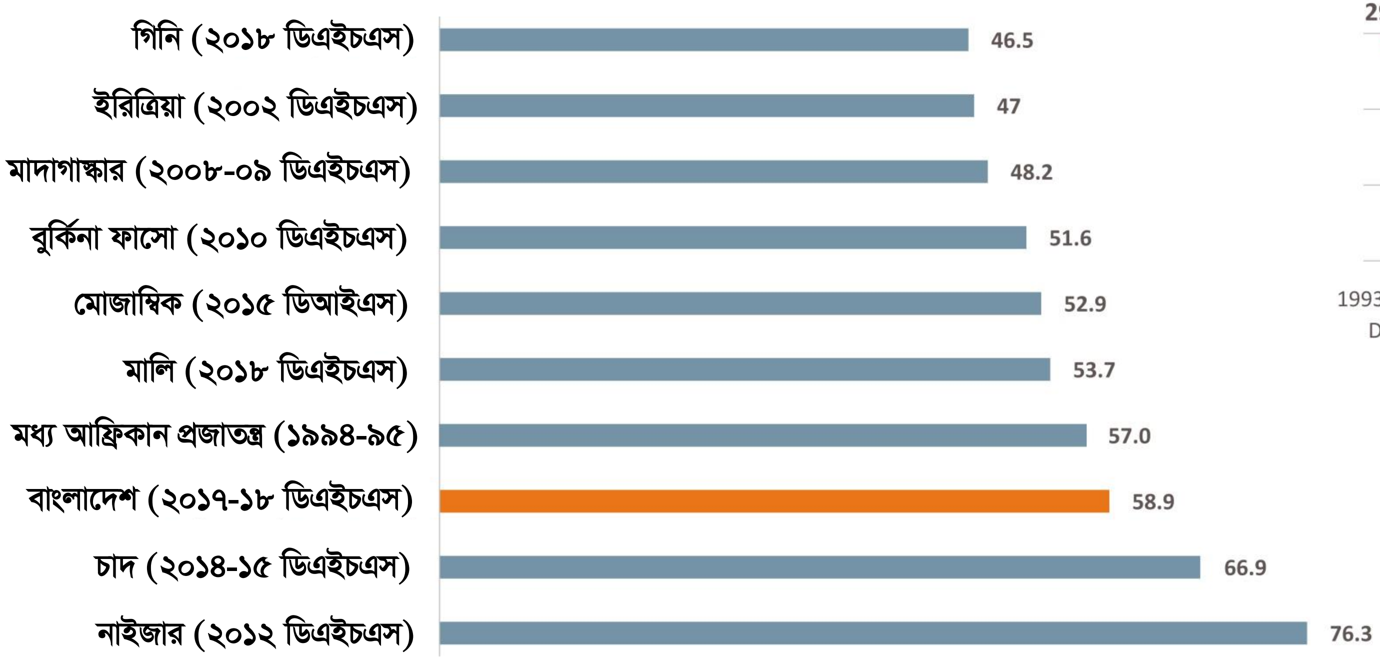

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের চিত্র (শতাংশ) ১৯৯৩-২০১৭

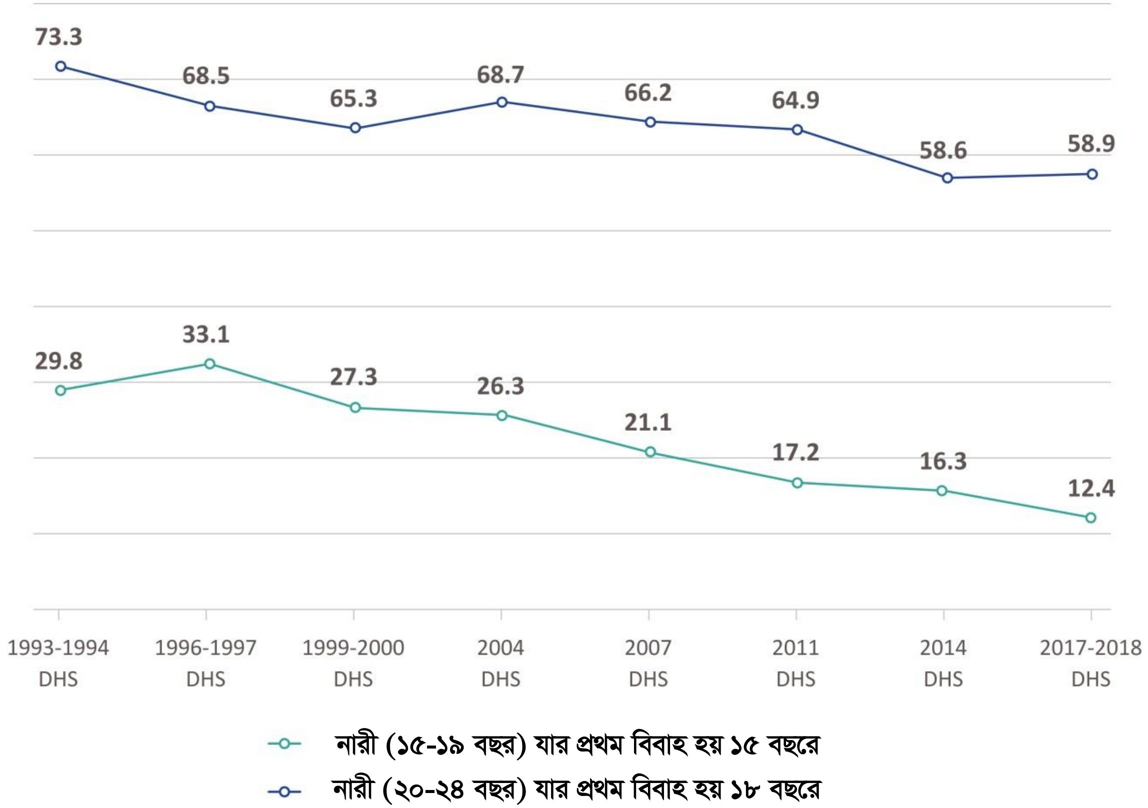

বাংলাদেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী নারীদের সন্তান জন্মদানের চিত্র (%)

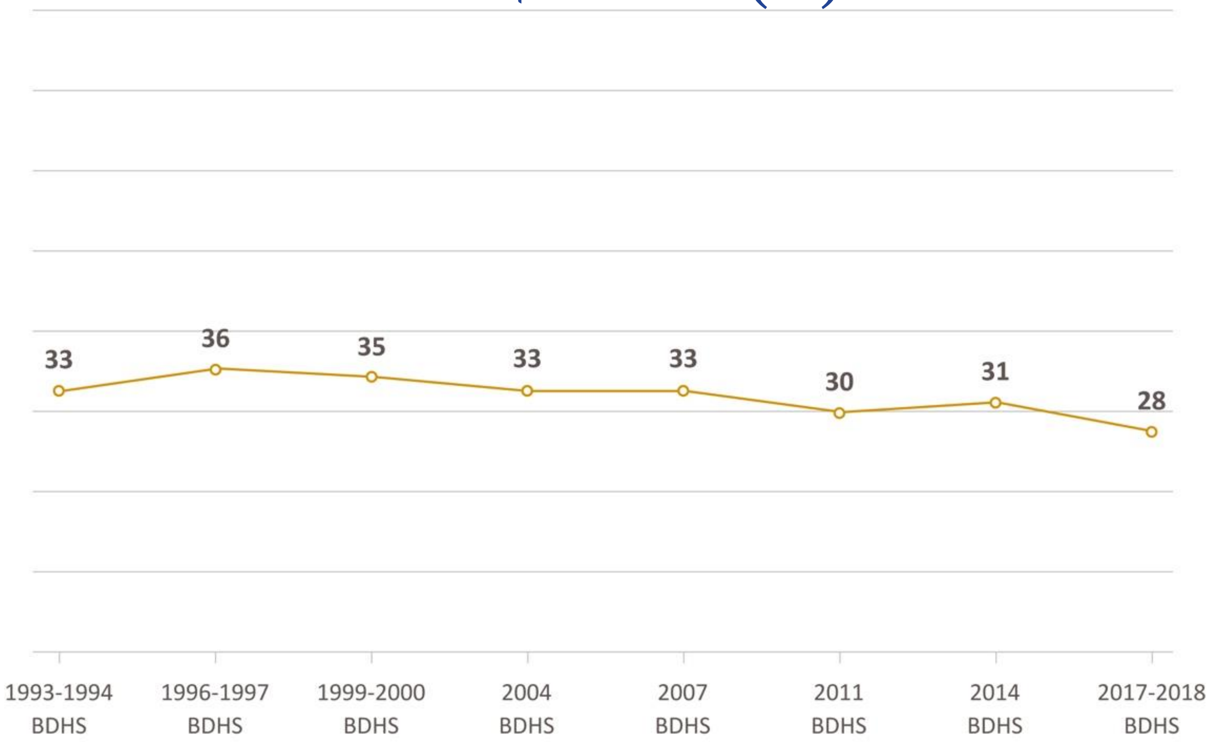

কিশোরী মায়েদের সন্তান গ্রহণ করার কারনসমুহ

- সামাজিক কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য
- সন্তান জন্মদান স্ত্রী ও স্বামীর সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে
- নারীদের ক্ষমতায়ন / স্বতন্ত্র পরিচয়ের অভাব
- কিশোরী নারীদের অপূর্ণ চাহিদা / পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে বাধা
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে ভুল ধারণা
- পারিবারিক ও সামাজিক চাপ / নিরাপত্তাহীনতা
- বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং/অথবা অবিশ্বাস

কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের জন্যে যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার-এর সেবা চাহিদার তালিকা

সেবার ধরন	প্রায় সবসময়	মাঝে মাঝে	তেমন নয়	জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, কোন প্রভাব ফেলছে কি?
১. অপুষ্টি				
২. সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা				
৩. মাসিকের সমস্যা				
৪. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (বিষণ্নতা)				
৫. গর্ভনিরোধক				
৬. জরুরি গর্ভনিরোধক, গর্ভপাত				
৭. যৌন সংক্রমণ				
৮. আসক্তিপূর্ণ আচরণ				
৯. দুর্ঘটনা এবং সহিংসতা				
১০. যৌন নির্যাতন				

কেস স্টোরি ৬-৮: মিনা,পারভীন, খাদিজা

দলগত কাজ: প্লেনারি

- কেস-স্টোরির সাথে সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো খুজে বের করা
- পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন, প্রজনন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথমে কীভাবে কেস সনাক্ত করা হয়?
- জেন্ডার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সংক্রান্ত কী প্রাসঙ্গিকতা পরিলক্ষিত হয়
- কেসটি সমাধান করার জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- কী শিখন অর্জন হলো?

মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ

নিজের ইচ্ছেমত ভোট দিন

- কোন সঠিক উত্তর নেই
- কেন আপনি এটা বিশ্বাস করেন, এটা বলার জন্য প্রস্তুতি নিন
- ক্ষমতার প্রভাব, মূল্যবোধ, ও বিশ্বাস এসবই জটিল

মূল অর্জনসমূহ

- জেন্ডার সামাজিকভাবে আরোপিত এবং প্রত্যেককে অভ্যাস, মূল্যবোধ, পক্ষপাত ও অনুমান করার ক্ষমতা দেয়
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বাংলাদেশে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ২ জন নারীর উপর প্রভাব ফেলে, পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অর্জনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।
- জীবনের সকল স্তরের এবং সকল বয়সের মানুষ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা আছে
- প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত যে কোন জবরদস্তিকে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বলা যায়
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হলো এমন কিছু যা পুরুষ ও নারীরা একসাথে মিলে নিরসন করতে পারে এবং করা উচিত

কোন প্রশ্ন?

ধন্যবাদ !

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা